46

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ... 7 ...

বদরুন্নেছা কলেজের ফাইটিং ছাত্রীরা

বৃহস্পতিবারের সব ক'টি জাতীয় দৈনিকে খবরটা বেরিয়েছে– বদরুন্নেছা কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের ছাত্রীরা দা, বটি নিয়ে মারামারি করেছে। আহত হয়েছে ১০ জন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহত ছাত্রলীগ কর্মীদের এক ওয়ার্ডে এবং আহত ছাত্রদল কর্মীদের অন্য আর এক ওয়ার্ডে ভর্তি করেছেন। ডিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষের বুদ্ধি আছে বলতে হবে। হাসপাতালেও যাতে দা, বটি নিয়ে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে তার জন্যে এই ব্যবস্থা।

দা, বটি নিয়ে মারামারি আর চুলোচুলির সংবাদের পাশাপাশি একটি জাতীয় দৈনিকে 'চমৎকার' একটি ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবির ক্যাপশন হচ্ছে 'গত মঙ্গলবার রাতে বদরুন্নেছা মহিলা কলেজে দু'দল ছাত্রীর সংঘর্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কলেজ ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে আসা লালবাগ থানার এসআই রাকিব নাকি ছাত্রীদের সামনে বলিউডের ফিল্মি স্টাইলে এভাবেই নিজের হিরোইজম প্রদর্শন করেন যা ছিল ছাত্রীদের ভাষায়-ইতরামি, অসভ্যতা'।

আমরা নিন্দা জানাবো কার? বদরুন্নেছা কলেজের দা, বটি নিয়ে লড়াকু ছাত্রলীগ, ছাত্রদল কর্মীদের? না, বলিউডি হিরোইজম প্রদর্শনরত লালবাগ থানার এসআই–এর অসভ্যতার?

পত্রিকায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, মধ্যরাতে লড়াকু ছাত্রীদের দুই পক্ষেই বহিরাগত সন্ত্রাসী তরুণরা মারামারিতে অংশগ্রহণ করেছে। নিজেরা নিজেরা মারামারি, চুলোচুলির মধ্যে অসভ্যতা, বর্বরতা যাই থাকুক বাইরে থেকে সমর্থক তরুণ সন্ত্রাসীদের হায়ার করে আনাটা তার চেয়েও গর্হিত কাজ। এতে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ–ছাত্রদলের ফাইটিং ছাত্রীরা এ কাজটা ভাল করেনি। তারা খাল কেটে কুমির আনলেন। একবার যখন পথ চিনেছে এরপর উৎসাহী তরুণদের তারা ঠেকাবেন কি করে?

বদরুন্নেছা কলেজের বীর ছাত্রীদের ফাইটিং স্পিরিট যদি দলীয় চুলোচুলিতে না দেখিয়ে লেখাপড়া এবং অন্য গঠনমূলক কাজে দেখানো হতো তাহলে দেশ ও জাতি নিঃসন্দেহে উপকৃত হতো। কিন্তু কথায় বলে না— স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, ব্যাধিই সংক্রামক। এর আগে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা বেশ কয়েকবার এই ধরনের 'ফাইট' করেছে। ইডেন কলেজের ব্যাধিটি এখন বদরুন্নেছা কলেজেও সংক্রমিত হলো।

রাজনীতি নিয়ে মতভিন্নতা, বিরোধ, দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অস্বাভাবিক হলো যখন কেউ লাঠির জোরে, এক্ষেত্রে বটির কোপে নিজেদের মতটা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে অথবা তুচ্ছ কোন তর্কাতর্কির ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে রীতিমতো সন্ত্রাসী কায়দায় মারামারিতে লিপ্ত হয়। দেশবাসী যখন এ ধরনের ঘটনার অবসান চাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে এ ধরনের ঘটনা ক্যাম্পাসে আরো বাড়ছে। ছাত্র সংগঠন এবং তাদের মুরুব্বি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমাদের আবেদন, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করুন। আর লালবাগ থানার বলিউডি এসআই–এর বিরুদ্ধে একটা বলিউডি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।